স্বনির্বাচিত কবিতা

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কুমির

১১.

বটু মাহাতোর বাড়ি পুরানা ঝাড়খণ্ডে।
সে নাকি ব্রিটিশ আমলে
দুই হাত ও এক পায়ে গুলি চালাতে পারত।
ভোরের কাগজে এই কথা পড়ে
কুমির তার সঙ্গে দেখা করতে চাইল।
মনে মনে ভাবল- - বাপ রে!
বটু মাহাতো নিশ্চয়ই স্পাইডারম্যানের মতো কোনো
সুপার হিরো হবে।
সেইমতো ভাবতে ভাবতে কুমির যখন বিকেলবেলায়
বটু মাহাতোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল
তখন অবাক হয়ে দেখল- -
বটু মাহাতো তারই মতো একজন কাঁটাওয়ালা কুমির।
কারও সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না
শুধু সারাদিন বাতাসে ভেসে বেড়ানো অজস্র রেণুর খোঁজে
রোদ্দুরের মধ্যে চেয়ে থাকে।

[কাব্যগ্রন্থ – কুমির / ২০১৬/ কবিয়াল]

আলোছায়া

সিনেমা তোলার জন্য যতটুকু আলো প্রয়োজন
তার চেয়ে অনেক বেশি ছায়া এসে জমেছিল
রঙচঙে তাসের প্যাকেটে।
সাহেব বিবি গোলাম প্রত্যেকেই অনেক অভিমান নিয়ে
এ- রাস্তা থেকে আর এক রাস্তা
তারপর সেই- রাস্তা থেকে কোনো এক জরাজীর্ণ হাভেলির বাঁকে
হুস করে হারিয়ে গেল ...
পড়ে রইল অভ্রকুচির মতো তাদের কিছু স্মৃতি
কিছু প্রিল্যুড আর কয়েকটি অসামান্য ইন্টারল্যুড- -
যা সন্ধের পর খালপাড়ে উড়ে যাওয়া সারস- দম্পতির মতো
নরম আর সাদা ...

[কাব্যগ্রন্থ – কলকাতার ছায়ামহল / ২০১৯/ একশো আশি ডিগ্রি]

খোসামালা

ডিমের খোসা

ওপরের শক্ত খোলার নিচে
যে পাতলা নরম দুধসাদা খোসাটি দেখতে পাওয়া যায়
সেটাই ডিমের অর্ন্তবাস ।
স্নান করে আসার পর
প্রথমে সেই ভঙ্গুর অফ- হোয়াইট খোলা
এবং তারপরে ওই ধবধবে অন্তর্বাসটি
পিছন থেকে খুব আলতো করে ছাড়িয়ে নিতে হয়
যাতে ওর কোনোভাবেই ব্যথা না- লাগে - -
যাতে ওর মনের ভেতরে কোনো বিরক্তি না তৈরি হয় - -
এবং যাতে ও কোনোমতেই ভয় না পেয়ে যায় ।
প্রথমেই ভয় বা বিরক্তি এলে ও কিন্তু সারাজীবন
আর নিজেকে নদীর মতো মেলে ধরতে পারবে না ।
ডানা মেলতে পারবে না
রেনফরেস্টের নাম না- জানা প্রজাপতিটির মতো ...

[কৃত্তিবাস]

প্রজাপতির বাগান

৯.

বরফের দেশ থেকে এক বুড়ো সাহেব এল প্রজাপতি- বাগানে।
গলায় ফিতে- বাঁধা এক পেল্লায় ক্যামেরা,
কোমরের চামড়ার খাপে ছোটোখাটো একটা যন্ত্রের দোকান।
এক- পা এগোয়, এক- পা পিছোয় - - ফোকাস খোঁজে।
কখনো মাটিতে উবু হয়ে বসে,
জুতো- মোজা খুলে কখনো লাফিয়ে ওঠে
শুকনো কোনো গাছের শরীরে।
খাকি হাফপ্যান্ট, সাদা হাফশার্ট, সোনালি ফ্রেমের গোল- চশমা দু'চোখে ...
প্রজাপতিদের ছবি তুলতে তুলতে বুড়ো সাহেব
নিজেই একটা সাবজেক্ট হয়ে গেল।
তখন প্রজাপতি ছেড়ে
সবাই সেই বুড়ো সাহেবের ছবিই তুলতে লাগল ছোটো ক্যামেরায়,
পকেটের নীল মোবাইলে।
এমনকি বাগানের প্রজাপতিরাও, মনে মনে ...

[কবিতা পাক্ষিক]

মায়াজঙ্গল

৭.

দাবানল আসলে এক ধরনের ব্যাধি- - যার কোনো চিকিৎসা নেই ।
কোনো জঙ্গলের দাবানল হলে
প্রথমেই তাকে সবার থেকে পৃথক করে দিতে হয়- -
যেভাবে বসন্তের রুগিকে আলাদা করে রাখতে হয় বসন্তকালে ।

অসুস্থ বনভূমিকে সুস্থ করার জন্যে
গাছপালা, পশুপাখি, নদীনালা- - সবকিছু মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে
গুঁজে দিতে হয় তার চারপাশ,
যাতে সতীদাহপ্রথার মতো দুপুর- উস্কুনি হাওয়া
জঙ্গলে ঢুকে পড়ে
ওদের আর- না তাতিয়ে দিতে পারে!

[শিলাদিত্য]

=x=x=x=